সংবাদ

তারিখ 19 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য বই

অনুমোদন পেল মানহীন বিতর্কিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি

রাকিব উদ্দিন

১ জুলাই একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হলেও সরকার অনুমোদিত পাঠ্যবই নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা। কারণ তড়িঘড়ি করে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে গিয়ে এই স্তরের পুরো কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রমকেই হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কালো তালিকাভুক্ত শিক্ষা ব্যবসায়ীরাও মানহীন পাণ্ডুলিপির অনুমোদন ভাগিয়ে নিয়ে বই ব্যবসায় মেতে উঠেছে। বাংলা ও ইংরেজি বইয়ের পাণ্ডুলিপি সরকারিভাবে প্রণয়ন করা হলেও অন্যান্য বইয়ের বিষয়বস্তু, মুদ্রণ ও বাঁধাই হয়েছে অত্যন্ত নিম্নমানের। অতিরিক্ত পৃষ্ঠা লাগিয়ে বই বিক্রি চলছে চড়া দামে। আর একই বিষয়ের বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

এছাড়াও বাকি বইয়ের মধ্যে একেকটি বইয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১৬টি প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করা হয়েছে। ঢালাওভাবে পাণ্ডুলিপি অনুমোদন পেয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাগুলো ইচ্ছামতো নিম্নমানের বই ছেপে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণী শিক্ষকদের উপঢৌকন দিয়ে বাজারজাত করছে। এতে একেক শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নিজ পছন্দের প্রকাশনীর বই কিনতে বাধ্য করছেন। কিন্তু কোন বই কিংবা কতোটি বই থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা। কয়েকটি কলেজের কয়েকজন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার সংবাদকে বলেন, 'যারা অনুমোদিত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করছে তাদের সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি।' আর মানহীন বইয়ের অনুমোদন দেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'মান ভালো না হলে শিক্ষার্থীরা সেসব বই বর্জন করবে। আগামীতে এনসিটিবি কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপির অনুমোদন বাতিলও করতে পারে এনসিটিবি।'

প্রসঙ্গত, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীর মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যসহ সব বিভাগের প্রায় সব বিষয়েই নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বই বাজারজাত করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। আর বিভিন্ন লেখকের রচিত পাণ্ডুলিপির অনুমোদন দিয়ে

বইয়ের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

বইয়ের : পাণ্ডুলিপি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন প্রকাশকদের বই ছাপার অনুমোদন দিয়েছে এনসিটিবি। তারাই সারাদেশে বই বাজারজাত করছে। এনসিটিবি জানায়, একাদশ শ্রেণীতে এবার মোট ১৫৮টি বইয়ের পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে এনসিটিবিতে পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল ২৪৭টি। আগামীতে আইসিটি বইয়ের অনুমোদিত ১৬টি পাণ্ডুলিপি থেকে ৫/৬টি পাণ্ডুলিপি বাদ পড়বে মান খারাপ হওয়ার কারণে। বাদ পড়তে পারে বিতর্কিত ক্যামব্রিয়ান প্রকাশনীর পাণ্ডুলিপিগুলো। এবার একাদশ শ্রেণীতে প্রায় ১১ লাখ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এর জন্য পাঠ্যবইয়ের সংকট কাটিয়ে উঠতেই বেশি বইয়ের পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করা হয়েছে। একাদশ শ্রেণীর বইয়ের 'কোডিং কমিটি'র সভাপতি ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর নূর এবং সদস্য ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) উপপরিচালক মেজবা উদ্দিন সরকার ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-কলেজ পরিদর্শক (বর্তমানে মাউশিতে কর্মরত) তাজিব উদ্দিন।

ক্যামব্রিয়ানসহ বিতর্কিত ও নামসর্বস্ব প্রকাশনা সংস্থার বই কীভাবে অনুমোদন পেল সে বিষয়ে জানতে চাইলে কোডিং কমিটির সদস্য তাজিব উদ্দিন সংবাদ'কে বলেন, 'এক্সপার্টরা (বিশেষজ্ঞ) পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের কাছে পাঠায়। এরপর আমরা কোডিং (সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার) করেছি।'

দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে জড়িত এমন কয়েক ব্যক্তি সংবাদকে বলেন, 'নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে যেভাবে সেমিনার ও কর্মশালা করতে হয়, এবার একাদশ শ্রেণীর বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। তড়িঘড়ি করে বইগুলোর পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেয়া হয়েছে।'

এনসিটিবি অনুমোদিত সব বইয়ের মূল্যও সংস্থাটি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু কিছু প্রকাশনা সংস্থা অনুমোদিত বইয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু পৃষ্ঠা লাগিয়ে বইয়ের মূল্য অনেক বেশি নির্ধারণ করে বিক্রি করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের কাগজ, কালি, বাঁধাইয়ের বই প্রকাশ করেছে। এতে প্রতারিত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা এনসিটিবি'র কাছে অভিযোগ করছেন। এ বিষয়ে সংস্থাটি একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। পাশাপাশি অসাধু ও প্রতারণাকারী প্রকাশকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) সম্প্রতি চিঠিও দিয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর যেসব পাঠ্যপুস্তকের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে সেই তালিকায় বেশকিছু নামসর্বস্ব, অখ্যাত, কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বইয়ের জন্য ১৬টি প্রকাশনা সংস্থার পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা ব্যবসায়ী মালিকানাধীন ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স অন্যতম। জাহান পাবলিকেশন্স, প্রবাহ পাবলিকেশন্স, ওয়াসিমা প্রেস অ্যান্ড পাব., স্টান্ডার্ড পাবলিকেশন্সের মতো অভিজ্ঞতাবিহীন প্রতিষ্ঠানও আইসিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের ব্যবসার সুযোগ পেয়েছে।

এছাড়াও পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, ভূগোল, পৌরনীতি ও সুশাসন, ইতিহাস, অর্থনীতি, কৃষি বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা; উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন এবং সাচিবিকবিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বইয়ের ব্যবসারও অনুমোদন পেয়েছে বিতর্কিত, অখ্যাত ও শিক্ষা ব্যবসায়ীরা।